আদি-লীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য।।১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী চরণে এব অব্জে কমলে তয়োর্ভৃঙ্গান্ মধুকরান্ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ভৃঙ্গেষ্বিত্যর্থঃ। কিম্ভূতান্? অখিলান্ সারাসারভৃতঃ। তেষু অসারান্ অসারমতগৃহীতান্ হিত্বা, চৈতন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরেব জীবনং যেষাং তান্ সারভৃতঃ সারগ্রাহিণঃ ভক্তান্ নৌমি। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রেমকল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে দুইটী উর্দ্ধস্কন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে, একটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটী শ্রীঅদ্বৈত। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দরূপ উর্দ্ধস্কন্ধের শাখাপ্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতরূপ উর্দ্ধস্কন্ধের শাখা-প্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সারাসারভৃতঃ (সার ও অসার গ্রহণকারী) অখিলান্ (সমস্ত) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (শ্রীঅদ্বৈতের চরণ-কমলের মধুকর-স্বরূপ ভক্তবৃন্দের মধ্যে) তান্ (সেই—যাঁহারা অসঙ্গত মত গ্রহণ করিয়াছেন) অসারান্ (অসারমত-গ্রহণকারীদিগকে) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) চৈতন্যজীবনান্ (শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ) সারভৃতঃ (সারগ্রাহী ভক্তদিগকে) নৌমি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। সার ও অসার গ্রহণকারী শ্রীঅদ্বৈত-চরণ-কমলের মধুকর-স্বরূপ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে অসার-গ্রহণকারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যাঁহাদের জীবন, সেই সারগ্রাহীদিগকে নমস্কার করি। ১।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৯শ অধ্যায় হইতে জানা যায়;—সম্ভবতঃ বয়সে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া, বিশেষতঃ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু অত্যন্ত মান্য করিতেন; ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত। শ্রীঅদ্বৈত নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন—প্রভুর নিকটে তিনি দাসোচিত ব্যবহারই আশা করিতেন; তাই গুরুবৎ মর্য্যাদাসূচক ব্যবহারে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত একদিন এক সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার; আমি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিব না; তাহা হইলেই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন।" (পরবর্ত্তী ৩৭-৩৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোনও ছলে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে আসিলেন; আসিয়া স্বীয় শিষ্যগণের সাক্ষাতে যোগবাশিষ্ঠ-গ্রন্থের—জ্ঞানের প্রাধান্যসূচক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি শিষ্যগণকে বুঝাইতে লাগিলেন—"জ্ঞানবিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি। অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্বশক্তি॥ হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন। ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন॥ বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান। চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম॥ আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র। বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র॥" সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের আচরণের কথা জানিতে পারিলেন

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্যগোসাঞি ।
তাঁর যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি ॥ ২

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে ।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৩

সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ পরিকরান্ নুমঃ । ২ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এবং শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভু যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, মহাভাগবত শ্রীঅদ্বৈতও অন্তরে তাহা জানিতে পারিলেন এবং ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তুই প্রভু আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের উঠানে উপস্থিত হইলেন; সকলেই "দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে। বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি সূর্য্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয় ॥" যাহা হউক, আসিয়াই প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে আরে নাঢ়া। বোল দেখি জ্ঞানভক্তি তুইতে কে বাড়া ?" শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে,—প্রভুকে আরও চটাইবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন—"সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান। যার জ্ঞান নাই তার ভক্তিতে কি কাম ॥" তখন—"ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥" প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন। তখন "শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥" আর বলিলেন—"এখানে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার। দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥"

শ্রীঅদ্বৈতের অভীষ্ট পূর্ণ হইল; তাঁহার শিষ্যগণও তখন ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য খ্যাপনের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন; তখন কেহ কেহ পূর্ব্ববৎ ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; কিন্তু শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি শ্রীঅদ্বৈতের চাতুরীময় যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যানের জ্ঞানের প্রাধান্যকেই মনে স্থান দিয়া রাখিলেন; ইঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে গুরু বলিয়া খুব মান্য করিতেন বটে, জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের ন্যায় গুরুকে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করিতেন—কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকে "অসারান্—জ্ঞানের প্রাধান্য-সূচক অসার"-মতগ্রাহী বলা হইয়াছে; আর, যাঁহারা পূর্ব্ববৎ ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই "সারান্—সারমতগ্রাহী" বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের) দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ (দ্বিতীয় স্কন্ধস্বরূপ) শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য (শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রের) শাখারূপান্ (শাখাস্বরূপ) গণান্ (পরিকরবর্গকে) নুমঃ (আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখাস্বরূপ পরিকরবর্গকে নমস্কার করি। ২

দ্বিতীয় স্কন্ধ—দ্বিতীয় ঊর্দ্ধস্কন্ধ; মূলস্কন্ধ হইতে যে তুইটী ঊর্দ্ধস্কন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথমটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং দ্বিতীয়টী শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পরিকরবর্গের বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা হইতেছে।

সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার।
ফল-ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৫
প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৬
কেহো ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র ॥৭
আচার্য্যের মত যেই—সেই মত 'সার'।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেই ত 'অসার' ॥ ৮
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ৯
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫। অন্বয় :—(অদ্বৈতরূপ) স্কন্ধ (চৈতন্যমালীর) সেই (কৃপারূপ) জল শাখাতে সঞ্চারিত করিল ; তাহাতে শাখা ফলে-ফুলে বাড়িয়া (চারিদিকে) বিস্তারিত হইল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম এবং প্রেমবিতরণের শক্তি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের যোগে শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল ; তখন তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

৬। পূর্ব্ববর্তী প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রথমেত**—সর্ব্বপ্রথমে ; মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার আশায় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র যখন যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা দ্বারা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে। **এক মত**—একমতাবলম্বী ; ভক্তিই সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠ—এই মতাবলম্বী। **আচার্য্যের গণ**—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের পরিকরবর্গ। **পাছে**—পশ্চাতে ; জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহাপ্রভুর হস্তে শ্রীঅদ্বৈতের শাস্তি পাওয়ার পরে। **দুই মত**—শ্রীঅদ্বৈতের কোনও কোনও শিষ্য জ্ঞানমার্গাবলম্বী এবং কোনও কোনও শিষ্য ভক্তিমার্গাবলম্বী হইলেন ; তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে দুই মত হইয়া গেল (প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **দৈবের কারণ**—যে উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে সকলে অবগত হইলেও—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ববাচক ব্যাখ্যা যে শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রেত নহে, তাহা পরিষ্কাররূপে জানার পরেও যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানমার্গাবলম্বী রহিয়া গেলেন, দৈবব্যতীত তাহার আর অন্য কোনও কারণই দেখা যায় না। **দৈব**—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল।

৭। যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আদেশ পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের এক মত ; তাঁহারা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিয়াছেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা নিজ-নিজ-অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন—তাঁহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধনই অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত, তাঁহারা ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজেদিগকে সেবক মনে করিতেন ; আর জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা নিজেদিগকেই ব্রহ্ম বা ভগবান্ মনে করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত ব্যক্তিরা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মান্য করিতেন ; জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা তাহা করিতেন না।

৮। অদ্বৈতাচার্য্যের অভিপ্রেত যে মত—ভক্তিমার্গ—তাহাই সার এবং এই মতাবলম্বীদিগকেই প্রথম শ্লোকে "সারান্" বলা হইয়াছে। আর আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের ইচ্ছা মত তাঁহার অন্য শিষ্যগণ যে মত—জ্ঞানমার্গ—অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অসার এবং এই অসার-মতাবলম্বীদিগকেই শ্লোকে "অসারান্" বলা হইয়াছে।

৯-১০। **অসারের নামে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য বা পরিকরগণের মধ্যে যাঁহারা অসার-মতাবলম্বী—শ্রীঅদ্বৈতের মত-বিরোধী জ্ঞানমার্গাবলম্বী—এই পরিচ্ছেদে—প্রেমকল্পতরুর শাখা-বর্ণনায়—তাঁহাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই ; কারণ, তাঁহারা প্রেমকল্পতরুর শাখাভুক্ত নহেন। তথাপি প্রথম শ্লোকে যে "সার ও অসার" এই উভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল **ভেদ জানিবারে**—অসার হইতে সারের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত।

অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১১
চৈতন্যগোসাঞিঁর গুরু—কেশবভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১২
"জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্যগোসাঞিঁ।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥" ১৪
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৫
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোসাঞিঁ বৈসে যাঁহার হৃদয়। ১৬
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সার এবং অসারের উল্লেখ না করিয়া (সারাসারভূতঃ-শব্দের উল্লেখ না করিয়া) যদি কেবল "অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্—শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণ"—বলা হইত, তাহা হইলে সাধারণ লোক হয়তো মনে করিত—শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যাদির মধ্যে যাঁহারা তাঁহার মতের বিরোধী, তাঁহারাও প্রেম-কল্পতরুর শাখা-শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু অসারেরও উল্লেখ করিয়া তাহাকে বাদ দেওয়ায় ঐরূপ মনে করার কোনও আশঙ্কা আর থাকে না। **পাতনা**—অন্তঃসারহীন চিটা ধান। ধান মাপিবার সময় সাধারণতঃ যেমন চিটার সহিতই ধান মাপা হয়, পরে কুলা দিয়া ঝাড়িয়া বা বাতাস দিয়া উড়াইয়া চিটা ছাড়াইয়া ধানগুলিকে আলাদা করিয়া লওয়া হয়, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতের উভয়-মতাবলম্বী শিষ্যাদির একত্রে উল্লেখ করিয়া পরে অসার-মতাবলম্বীদিগকে বাদ দিয়া কেবল সারমত (ভক্তিমার্গ)-গ্রহণকারীদিগেরই নামোল্লেখ করা হইতেছে।

১১। যাঁহারা সারমতাবলম্বী, শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছেন।

অচ্যুতানন্দ—ইনি শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র; শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ, তাই ইঁহাকে বড়শাখা বলা হইয়াছে। **আচার্য্য-নন্দন**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র।

১২-১৫। অচ্যুতানন্দের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কে?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"তাঁহার গুরু শ্রীকেশব-ভারতী।" অচ্যুতানন্দ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কি বলিলে? তোমার মত লোকের মুখে এরূপ কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ চতুর্দ্দশ ভুবনের গুরু—তিনি কেশব-ভারতীরও গুরু; কারণ, কেশব-ভারতী চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত এই পৃথিবীবাসী একজন লোক। কেশব-ভারতী কিরূপে তাঁহার গুরু হইবেন? কেশব-ভারতী কেন? অন্য কেইবা তাঁহার গুরু হইতে পারে?" বাল্যকাল হইতেই যে শ্রীঅচ্যুতের শ্রীগৌরাঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে এই আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগদ্‌গুরু—স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে জগদ্‌গুরু বলা হইয়াছে। **নষ্ট হৈল দেশ**—ভগবানের গুরু কেহ হইতে পারে না; জীবেরই গুরু থাকার প্রয়োজন এবং থাকেও; শ্রীঅদ্বৈতের মত প্রামাণিক ব্যক্তি যদি বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কেশব-ভারতী, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে—শ্রীগৌরাঙ্গ মানুষ—জীব; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গকে জীব মনে করিলে অপরাধের সঞ্চয় হইবে, তাহাতে লোকের অনিষ্ট হইবে। ইহাই শ্রীঅচ্যুতের অভিপ্রায়।

১৬। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অপর এক পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণমিশ্র।

১৭-২৪। শ্রীঅদ্বৈতের আর এক পুত্রের নাম শ্রীগোপাল। **গুণ্ডিচামন্দিরে**—শ্রীক্ষেত্রের গুণ্ডিচামন্দিরে,—যে মন্দিরে রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ আসিয়া থাকেন। এক বৎসর সমস্ত ভক্তবৃন্দ লইয়া প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন করিতেছেন,

গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে॥ ১৮
নানা ভাবোদ্গম দেহে—অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি 'হরি' বোলে আনন্দিত মন॥ ১৯
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত॥ ২০
দুঃখী হইলা আচার্য্য—পুত্র কোলে লৈয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পঢ়িয়া॥ ২১
নানা মন্ত্র পঢ়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥ ২২
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল! কৈল—বোল হরি হরি॥ ২৩
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধ্বনি॥ ২৪
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥ ২৫
কমলাকান্তবিশ্বাস নাম আচার্য্যকিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর॥ ২৬
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চারিদিকে কীর্ত্তন হইতেছে, শ্রীগোপাল তাহাতে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল; নৃত্য করিতে করিতে গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও সে স্থলে ছিলেন, বাৎসল্যবশতঃ গোপালকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন—গোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে, তাই তিনি নৃসিংহমন্ত্র পড়িতে লাগিলেন; তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া আচার্য্য কাঁদিয়া উঠিলেন। গোপাল যে প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু বাৎসল্যের আধিক্যবশতঃ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কারণ, বন্ধু-হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হয়। যাহা হউক, আচার্য্যের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু গোপালের বুকে হাত দিয়া বলিলেন—"গোপাল, উঠ; হরি হরি বল।" প্রভুর স্পর্শ পাইয়া গোপালের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; তখন প্রভুর কথা শুনিয়াই গোপাল উঠিয়া বসিলেন; আনন্দে সকলে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

নানা ভাবোদ্গম—অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। **দুই গোসাঞি**—মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত। **সংবিত**—জ্ঞান। **রক্ষা করেন**—নৃসিংহ-মন্ত্রে রক্ষা-বন্ধন করিলেন। কথিত আছে, নৃসিংহমন্ত্রে ভূতযোনির আবেশ দূরীভূত হয়। **নানা মন্ত্র পঢ়েন**—আচার্য্য মনে করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে; তাই ভূত ছাড়াইবার জন্য তিনি নানাবিধ মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। **স্পর্শ ধ্বনি শুনি**—স্পর্শ পাইয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া।

২৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আর এক পুত্রের নাম শ্রীবলরাম। এ পর্য্যন্ত এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চারিজন পুত্রের নাম পাওয়া গেল—(১) শ্রীঅচ্যুতানন্দ, (২) শ্রীকৃষ্ণমিশ্র, (৩) শ্রীগোপাল এবং (৪) শ্রীবলরাম। **আর পুত্র স্বরূপ** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রতুল্য শাখা শ্রীজগদীশ। কেহ কেহ বলেন, স্বরূপ এবং জগদীশ এই দুইজনও শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র (দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ)। কোনও কোনও গ্রন্থে এরূপ পাঠান্তর আছে—"আর পুত্র রূপ, শাখা জগদীশ নাম।" (মাখনলাল ভাগবতভূষণের সংস্করণ); ভাগবতভূষণ মহাশয় বলেন—"অদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম ও রূপ এই পঞ্চ পুত্র। জগদীশ নামে এক শাখা।"

২৬-৩০। ব্যবহার—ব্যবহারিক বিষয়; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সাংসারিক আয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের ভার কমলাকান্ত-বিশ্বাসের উপরে ছিল। এক সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কিছু ঋণ হইয়াছিল; কমলাকান্ত-বিশ্বাস এই ঋণ শোধের নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে তিন শত টাকা সাহায্য চাহিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, পত্রে তিনি তাহাও লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য কিন্তু এই পত্রের কথা জানিতেন না।

সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন-পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥২৮
সেই পত্রীতে লিখিয়াছে এইত লিখন—।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ২৯
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥ ৩০
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ—॥ ৩১
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৩
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ঞিহা আজ হৈতে।
বাউলিয়া-বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ ৩৪
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরমদুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৫
বিশ্বাসেরে কহে—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৬
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান—॥ ৩৭
'মুক্তি' শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্রিকা—পত্র; চিঠি। **কোন পাকে**—কোনও রকমে। **তঙ্কা**—টাকা।

৩০-৩১। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পত্র কোনও রকমে মহাপ্রভুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল; পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর মনে দুঃখ হইল—কারণ, যিনি ঈশ্বর, তাঁহার দরিদ্রতা থাকিতে পারেনা; কমলাকান্ত—স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব অদ্বৈতাচার্য্যের দরিদ্রতা খ্যাপন করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা সাধন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর দুঃখ হইল। মহাপ্রভু তজ্জন্য কমলাকান্তকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন।

চন্দ্রমুখ—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ যাঁহার, সেই শ্রীচৈতন্য। **দৈবত ঈশ্বর**—যথার্থতঃই ঈশ্বর। **দৈন্য করি**—দরিদ্রতা জানাইয়া।

৩৪-৩৫। **ঞিহা**—এস্থলে; মহাপ্রভুর সাক্ষাতে। **বাউলিয়া বিশ্বাস**—পাগলা কমলাকান্ত বিশ্বাস।

প্রভু তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ হইতে কমলাকান্তকে আর এখানে আসিতে দিবেনা।" ইহাই কমলাকান্তের প্রতি শাস্তি। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া কমলাকান্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কারণ, এই দণ্ড দ্বারা কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে; যাহার প্রতি স্নেহ থাকে, তাহাকেই লোকে এই জাতীয় শাস্তি দিয়া থাকে।

৩৭-৩৮। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই দুই পয়ারে উল্লিখিত আখ্যায়িকার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মুক্তি—জ্ঞানমার্গের সাধনের লক্ষ্য সাযুজ্য-মুক্তি। **বাশিষ্ঠ**—বশিষ্ঠ-প্রণীত যোগশাস্ত্র।

৩৯। যে দণ্ড পইল—ইত্যাদি—প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি সকলকেই ডাকিয়া কৃপা করিতেছিলেন; কিন্তু মুকুন্দ দত্তকে ডাকিলেন না; মুকুন্দও প্রভু ডাকিতেছেন না বলিয়া ভয়ে প্রভুর সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে-ছিলেন না। তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, মুকুন্দ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর গানে তোমার অত্যন্ত আনন্দ; আজ সকলকেই কৃপা করিয়া ডাকিতেছ; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছ না কেন? তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে; যদি তাঁহার কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে ডাকিয়া শাস্তি দাও" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"না, শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিও না; মুকুন্দ যখন যার কাছে যায়, তখন তার মতই কথা বলে। যখন জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের কাছে যায়, তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, যখন ভক্তের নিকটে যায়, তখন ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করে। ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশনে বাধ।" বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ সমস্ত শুনিলেন;

যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী
সে-দণ্ড-প্রসাদ অন্যলোক পাবে কতি ? ৪০
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥ ৪১
প্রভুকে কহেন—তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা॥ ৪২
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ?॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুনিয়া স্থির করিলেন—তিনি তাঁহার দেহ ত্যাগ করিবেন ; ইহা স্থির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—"শ্রীবাস ! কখনও প্রভুর দর্শন পাব কিনা, একবার জিজ্ঞাসা কর।" প্রভু বলিলেন—"আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥" এই নিশ্চিত-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া "মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেই খানে। দেখিবেন—হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥" মুকুন্দের কাণ্ড দেখিয়া "প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর। আজ্ঞা হৈল—মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥" তখনই মুকুন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রথমে যে দর্শন নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল মুকুন্দের প্রতি দণ্ড। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)।

৪০। **শচীভাগ্যবতী**—ভাগ্যবতী শচীমাতা। শচীমাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপাদ বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের সভায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন ; শ্রীঅদ্বৈতও তাঁহার সহিত ভগবৎ-কথাদি আলোচনা করিয়া বেশ আনন্দ পাইতেন ; কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি শচীমাতা মনে করিলেন—"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির।—অদ্বৈতের নিকটে যাতায়তের ফলেই বিশ্বরূপের চিত্তে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ; তাই বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।" ইহা ভাবিয়া শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি শচীমাতার মন একটু অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। পরে বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে সংসারে থাকার আশ্বাস পাইয়া মাতা বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতাও দূরীভূত হইল। কিছু দিন পরে, বিশ্বম্ভর যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনিও প্রায় সর্ব্বদাই অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলেন—"ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥" তখন শচীমাতার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; তিনি আশঙ্কা করিলেন, বুঝি—"এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি।"—বুঝিবা অদ্বৈতের সঙ্গের ফলে বিশ্বরূপের ন্যায় বিশ্বম্ভরও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বাৎসল্যময়ী শচীমাতা অতি দুঃখে বলিয়া ফেলিলেন—"কে বোলে অদ্বৈত—দ্বৈত এ বড় গোসাঞি॥ চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির। এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥ অনাথিনী-মোরে ত কাহারো নাহি দয়া। জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত মায়া॥" শ্রীঅদ্বৈতের সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রসন্ন ভাব পোষণ করাতে শচীমাতার বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মহাপ্রভু মনে করিলেন এবং তাই মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি অন্য সকলকে প্রেম দিয়া থাকিলেও শচীমাতাকে প্রেম দেন নাই। "সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই। ইহার লাগিয়া প্রেম না দেন গোসঞি।" এইভাবে প্রেমপ্রাপ্তি হইতে শচীমাতাকে বঞ্চিত করাই হইল তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২২শ অধ্যায়)। অবশ্য, শ্রীঅদ্বৈতের নিকট হইতে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার পরে মাতা প্রেম পাইয়াছিলেন। **দণ্ড-প্রসাদ**—দণ্ডরূপ অনুগ্রহ। শচীমাতা ও মুকুন্দাদির প্রতি প্রভুর অত্যন্ত অনুগ্রহ ছিল বলিয়াই প্রভু তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার অত্যন্ত স্নেহ আছে বলিয়াই তাঁহারা পুত্রের কোনও অন্যায় দেখিলে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে শাসন করেন। এস্থলে শাসনও পিতামাতার অনুগ্রহ—মঙ্গলেচ্ছা হইতেই উদ্ভূত ; তদ্রূপ মহাপ্রভুর শাসনও তাঁহার অনুগ্রহেরই পরিচায়ক। ১৷৮৷২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কতি**—কোথায়।

৩৬—৪০ পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীঅদ্বৈত কমলাকান্ত-বিশ্বাসকে বলিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া।

৪১-৪৩। **এত কহি**—৩৬-৪০ পয়ারের উক্তির অনুরূপ কথা বলিয়া। **তাঁরে**—কমলাকান্তকে। **আশ্বাস**

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে—প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৪
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন ?
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৫
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহে সে বুঝিল ॥ ৪৬

প্রভু কহে—বাউলিয়া ! ঐছে কাহে কর ?
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিস্ফল জীবন ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—তাঁহার প্রতি প্রভুর রোষের আশঙ্কায় কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন; শ্রীঅদ্বৈত যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এরূপ দণ্ড তাঁহার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহেরই পরিচায়ক, তখন কমলাকান্ত একটু আশ্বস্ত হইলেন।

আমাহৈতে ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তুমি আমাকেও দণ্ড দাও নাই, অথচ কমলাকান্তকে দিলে; আমা অপেক্ষা কমলাকান্তই তোমার নিকটে বেশী অনুগ্রহের পাত্র হইল—আমা অপেক্ষা তাহার ভাগ্যই অধিকতর প্রশংসনীয়। তোমার চরণে আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, কমলাকান্তের প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ দেখাইলে, আমার প্রতি তাহা দেখাইতেছনা ?"

সত্য বটে, মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেও—যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত দণ্ড দিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতকে সেই দণ্ড দেন নাই—অদ্বৈতের চাতুরীই মহাপ্রভুকে এই দণ্ডে প্রণোদিত করিয়াছে (প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীঅদ্বৈত যদি এই চাতুরী না করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই দণ্ডরূপ অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেন।

৪৫। শ্রীঅদ্বৈতের কথায় মহাপ্রভু কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ডাকিলে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"কমলাকান্তকে কেন দর্শন দিলে ? কমলাকান্ত দুই রকমে আমার বিড়ম্বনা করিয়াছে—প্রথমতঃ আমাকে না জানাইয়া প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়াছে (ইহাতে বিড়ম্বনার হেতু পরবর্ত্তী ৪৭-৫০ পয়ারে দ্রষ্টব্য); দ্বিতীয়তঃ, আমি বস্তুতঃ ঈশ্বর নহি, তথাপি কমলাকান্ত সেই পত্রে আমার ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছে; ইহাতে আমাকে লোকের কাছেও হেয় হইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী হইতে হইবে (আচার্য্য দৈন্যবশতঃ এরূপ বলিতেছেন)।"

কমলাকান্তকে প্রভু দর্শন দিয়াছেন বলিয়া যে আচার্য্য দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তাহাতে অন্তরে সুখী হইয়াছেন; তথাপি প্রভুর এই কৃপাভঙ্গীর রসবৈচিত্রী আস্বাদনের অভিপ্রায়ে বাহিরে যেন একটু প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়াই বলিলেন—"ইহাকে কেন দিলে দরশন ?"

৪৭। লজ্জাধর্ম্মহানি—লজ্জাহানি ও ধর্ম্মহানি। ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে স্বীয় অভাব এবং হীনতা প্রকাশ পায়; ইহাতে লজ্জার হানি। আর রাজার ধন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের হানি হয় (৪৮-৪৯ পয়ারে ধর্ম্মহানির হেতু দ্রষ্টব্য)।

৪৮-৪৯। রাজধন-গ্রহণে ধর্ম্মহানির কারণ বলিতেছেন। **প্রতিগ্রহ**—দান গ্রহণ। **রাজধন**—রাজার প্রদত্ত অর্থ। **বিষয়ী**—ধন-জন-পুত্র-কলত্রাদি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তু হইল বিষয়, তাহাতে যাহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত, তাহাকে বলে বিষয়ী। এস্থলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বিষয়ী-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরম-ভাগবত রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটেই কমলাকান্ত বিশ্বাস অর্থ যাচঞা করিয়াছিলেন; প্রতাপরুদ্র নিজে বিষয়াসক্ত না হইলেও, অপর্য্যাপ্ত-ধন-সম্পত্তি-প্রভাব-প্রতিপত্তি-আদির অধিপতি বলিয়া রাজাদের বিষয়াসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী এবং অধিকাংশ

লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ ৫০
এই শিক্ষা সভাকারে—সভে মনে কৈল।
আচার্য্যগোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥ ৫১
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে॥ ৫২
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার॥ ৫৩
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা॥ ৫৪
বাসুদেবদত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥ ৫৫
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য॥ ৫৬
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥ ৫৭
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ॥ ৫৮
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥ ৫৯
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥ ৬০
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥ ৬১
লোকনাথ-পণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব-পণ্ডিত॥ ৬২
বিজয়-পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা—কত লৈব নাম?॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাজাই বিষয়াসক্ত হইয়া থাকেন; তাই পরলোকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে, সাধারণতঃ রাজধনের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। রাজা কেন, দরিদ্রের মধ্যেও যাহাদের চিত্ত বিষয়াসক্ত, তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করিলেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; কারণ, প্রাচীন মহাজনগণের বিশ্বাস—যাহার অন্নাদি দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, গ্রহণকারীর চিত্তে তাহার দোষগুণ সংক্রামিত হয়। তাই বিষয়-মলিনচিত্ত ব্যক্তির দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হয়। **দুষ্ট**—দূষিত, মলিন।

রাজধন-প্রতিগ্রহসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন:—"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ। মনু। ৪।৯১।—যাঁহারা পরলোকে মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা রাজধন প্রতিগ্রহ করিবেন না।" হরিভক্তি-বিলাসেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি। নান্যস্মাদ্ যাচকস্ত্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥—রাজা, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবে না এবং অন্য নিন্দিত ব্যক্তির নিকটেও যাচঞা করিবে না। ১১।৪৫৬॥"

৪৯-৫০। মন মলিন হইলে, মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরিত হয়না; কৃষ্ণস্মৃতি না জাগিলে জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়; সুতরাং রাজার—বিষয়ীর—দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে জীবন ব্যর্থ হওয়ার—ধর্ম্মহানি হওয়ার—আশঙ্কা আছে; তার উপর লোকলজ্জা এবং অপযশঃ তো আছেই। **লোকলজ্জা**—লোকের নিকটে লজ্জা। **ধর্ম্ম কীর্ত্তি**—ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বা যশঃ।

৫১। এই শিক্ষা সভাকারে ইত্যাদি— রাজধন বা বিষয়ীর দ্রব্য প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধে প্রভু যে উপদেশ দিলেন, সকলেই মনে করিলেন, কমলাকান্ত-বিশ্বাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু সকলকেই এই শিক্ষা দিলেন।

৫২-৫৩। সমুঝে—বুঝে। **এইত প্রস্তাবে**—প্রতিগ্রহ-বিষয়ে। কাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা যায়, কাহার নিকট হইতে করা যায় না, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার বিষয় আছে, অনেক শাস্ত্র-প্রমাণও আছে; গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে—এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হইল না।

৫৪-৫৫। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য—ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং বাসুদেব দত্তের কৃপাপাত্র।

মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা—ফুল-ফল পায় ॥ ৬৪
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈবকারণ ॥ ৬৫
যে জন্মাইল জীয়াইল—তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৬৬
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৭
চৈতন্যরহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তার যম ॥ ৬৮
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই—সে ই ত পাষণ্ড ॥ ৬৯
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭০
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭১
অচ্যুতের যেই মত—সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার ॥ ৭২
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥ ৭৩
সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥ ৭৪
এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ।
তিন-স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ-গণন ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৪। **মালীদত্ত**—শ্রীচৈতন্য-দত্ত। বৃক্ষের স্কন্ধ যেমন মালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল শাখা-প্রশাখাদিতে সঞ্চারিত করে, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের প্রেমানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পরিকরগণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়াছেন।

৬৫-৬৭। শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত লোকগণের মধ্যে প্রথমে সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মান্য করিতেন; কিন্তু (শ্রীঅদ্বৈত কর্ত্তৃক যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের) পরে কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুকে আর মান্য করিলেন না; যাঁহার কৃপায় তাঁহারা প্রেম পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মান্য না করায়, তাঁহাদের কৃতঘ্নতা জন্মিল; তাঁহারা মহাপ্রভুকে না মানায় শ্রীঅদ্বৈত রুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলেন; তাহার ফলে, স্কন্ধ জল সঞ্চারিত না করিলে শাখা যেমন শুখাইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলে—তাঁহাদের প্রেমও অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। (এই কয় পয়ারে অসারগণের কথা বলা হইয়াছে)।

৬৮-৬৯। শ্রীঅদ্বৈতের গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে মানিল না, কেবল তাহাদিগকেই যে যম দণ্ড দেন, তাহা নহে; পরন্তু যাহারাই শ্রীচৈতন্যবিমুখ (শ্রীঅদ্বৈতের গণ না হইলেও) তাহারাই পাষণ্ড, তাহাদিগকেই যম দণ্ড দেন; ১।৮।৬,৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭২। শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই সার; আর সকল অসার। শ্রীঅচ্যুতের মত যথা—শ্রীচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর, তিনিই সর্ব্বারাধ্য ইত্যাদি।

৭৩। **সেই সেই**—যাঁহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী তাঁহারা। **আচার্য্যের**—অদ্বৈতাচার্য্যের। **পাইল সেই**—তাহারাই পাইল। এপর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈত-শাখা-বর্ণনা শেষ হইল।

৭৪-৭৫। **সেই আচার্য্যের গণে**—অদ্বৈতের গণের মধ্যে যাঁহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে। **চৈতন্য জীবন যাহার**—শ্রীচৈতন্যই জীবন যাঁহাদের; যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। **তিন-স্কন্ধ-শাখার**—শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুই ঊর্দ্ধস্কন্ধ—এই তিন স্কন্ধের শাখা-সমূহের; তিন প্রভুর পরিকরবর্গের।

শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৬
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী।
ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮
অনন্ত আচর্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৭৯
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮১
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস ॥ ৮২
শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৪
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ-শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫
অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদুগাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৭
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৮
এই তিন-স্কন্ধের (কৈল) শাখার সংক্ষেপ গণন
যাঁ সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন ॥ ৮৯
যাঁ সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৯০
অতএব তাঁ-সভার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **শাখা উপশাখা তার** ইত্যাদি—উক্ত তিন স্কন্ধের শাখা ও উপশাখার অন্ত নাই; সুতরাং সমস্তের বর্ণনা করা অসম্ভব; তাই এস্থলে কেবল দিগ্‌দর্শনরূপে—অতি সংক্ষেপে—কিছু বলা হইতেছে।

৭৭। উক্ত তিন স্কন্ধের মধ্যে শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধই সর্ব্বপ্রধান; কারণ, শ্রীচৈতন্য হইলেন মূল স্কন্ধ। তাই, শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধের শাখা-উপশাখার বর্ণনাই প্রথমে দেওয়া সঙ্গত; আবার শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধের শাখা-সমূহের মধ্যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১।১০।১৩ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কন্ধরূপ শ্রীচৈতন্যের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইলেন প্রেমকল্প-বৃক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা; তাই বলা হইয়াছে—"শ্রীগদাধর পণ্ডিত **শাখাতে সর্ব্বোত্তম**"—প্রেম-কল্পবৃক্ষের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উপশাখাগণের (তাঁহার শিষ্য, অনুশিষ্য ও অনুগত ভক্তগণের) বর্ণনা দিতেছেন, ৭৭-৮৬ পয়ার।

৭৮। গঙ্গামন্ত্রী ও মামু ঠাকুর—কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা উৎকল-দেশীয় ভক্ত। মামু ঠাকুরকে মহাপ্রভু নাকি মামা ডাকিতেন; তাই সকলে ইঁহাকে মামু-ঠাকুর বলিতেন।

৮২। **কাষ্ঠ কাটা**—যিনি কাষ্ঠ কাটেন। শ্রীজগন্নাথ-দাস বোধ হয় কাষ্ঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; তাই তাঁহাকে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ-দাস বলা হইয়াছে—অন্য কোনও জগন্নাথ-দাস হইতে তাঁহার পার্থক্য জানাইবার নিমিত্ত।

৮৭। **ঐছে আর** ইত্যাদি—উপরে পণ্ডিত-গোস্বামিরূপ শাখার উপশাখাগণের যে বর্ণনা দেওয়া হইল, অন্যান্য শাখার উপশাখাগণেরও সেরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়। ৭৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, তিন স্কন্ধের শাখা-উপশাখার

গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ? ॥ ৯২
তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত-
স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইবে, তাই দিগ্‌দর্শনরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখাস্বরূপ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর উপশাখাসমূহের বর্ণনামাত্র দেওয়া হইল ৭৭-৮৬ পয়ারে।

৯২-৯৩। শ্রীচৈতন্যের লীলামৃত-সমুদ্র অগাধ ও অপার ; তাহাতে কেহই অবগাহন করিতে পারে না ; তাহার মাধুর্য্যের গন্ধে লুব্ধ হইয়া সেই সমুদ্রের তীরে থাকিয়া অমৃতের এক কণামাত্র চাখিলাম (পরীক্ষার্থ আস্বাদন করিলাম)।